মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৫ বর্ষ ৩৫৪ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৮ মার্চ, ২০২৪, বৃহস্পতিবার	১৪ চৈত্র, ১৪৩০	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
25 yr 354 Issue	Purulia	28 March, 2024, Thursday	14 Chaitra, 1430	Price- Rs.3.00	

ইডির বাজেয়াপ্ত করা টাকা বাংলার মানুষকে ফেরতের চেষ্টাঃ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাঁচ মিনিটের ওই কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী জানান, ইডির বাজেয়াপ্ত করা অর্থ গরিবদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করবেন। মঙ্গলবার রাতে কৃষ্ণনগরের রাজমাতা অমৃতাকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বাংলায় ইডি যে অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে, সেটা যাতে গরিবদের কাছে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কাজ করছেন। এ জন্য আইনি বিকল্পগুলি কী কী রয়েছে, তা দেখছেন। বিজেপি প্রার্থীকে ফোনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এক দিকে বিজেপি দেশে দুর্নীতিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্য দিকে, সমস্ত দুর্নীতিবাজ একে অপরকে বাঁচাতে এক হয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী 'আস্থা' প্রকাশ করে বিজেপি প্রার্থীকে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে।" তিনি অমৃতার ভোটপ্রচার কেমন চলছে জানতে চান। তার পর অমৃতাকে বলেন, "আপনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং রাজপরিবারের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।" তখন অমৃতা অনুযোগ করে বলেন, "কৃষ্ণনগর রাজপরিবারকে নিয়েও অপপ্রচার করছে ওরা। আমাদের 'গদ্দার' ভাবা হচ্ছে। আমরা এত দানধ্যান করেছি। সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষা করার চেষ্টা করেছি...।" তখন ফোনের অপর প্রান্ত থেকে মোদী বলেন, "আমি আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। এই যে তিন হাজার কোটি টাকা যা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সেগুলো আমি গরিব এবং বঞ্চিতদের মধ্যেই বিতরণ করতে চাই।" কৃষ্ণনগর থেকে বিজেপি অমৃতাকে প্রার্থী করার পর কটাক্ষ করে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, "পরাধীন ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার। নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াইয়ের সময়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার।" ওই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন অমৃতা। কৃষ্ণনগরের 'রানিমা' অভিযোগ করেন রাজপরিবারের ইতিহাস বিকৃত ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন সময়ে ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল রাজপরিবারকে। রাজনীতি করার জন্য তা এখন বিকৃত করা হচ্ছে। অমৃতার অনুযোগ শোনার পর মোদী বলেন, "আপনি মানুষকে অবশ্যই বলবেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি বলেছেন, যে তিন হাজার কোটি টাকা ইডি বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা বাংলার গরিবদের টাকা"।

কংগ্রেসের ২২ জন জেলা সভাপতির যোগ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ মহারাষ্ট্রে ২২ জন জেলা কংগ্রেস প্রধান যোগ দিতে চলেছে বিজেপিতে! এমনটাই দাবি করলেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। তিনি এও জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে বিজেপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে আগামী ৪ এপ্রিল। মনে করা হচ্ছে, সেই ঘোষণায় থাকতে পারে চমক। গড়চিরোলির প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক নামদেও উসেন্ডি বিজেপিতে যোগদান করেছেন। সেই নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বাওয়ানকুলে। তখনই ২২ জন কংগ্রেসের নেতার বিজেপিতে যোগদানের ইঙ্গিত করেন। তার পরেই তিনি একহাত নেন কংগ্রেসকে। সাংসদ রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে জানান, তিনি ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাঁর নেতৃত্বে কেউ ভরসা রাখতে পারেন না। বাওয়ানকুলের কথায়, "বার বার রাহুল অনগ্রসর শ্রেণি এবং জনজাতির মানুষজনকে অপমান করেন। ভারত জোড়ো যাত্রার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনায়ক দামোদর সাভারকরকেও অপমান করেছেন।" বিজেপির বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ উঠেছে, অন্য দল ছাড়লেই আহ্বান জানায় তারা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, এই নিয়ে কংগ্রেসের সমীক্ষা করা উচিত। তিনি জানান, এর আগে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বান যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। তার পর কংগ্রেস ছেড়ে নন্দুরবারের পাঁচ বারের বিধায়ক পদ্মকর ভালভি যোগ দিয়েছেন।

এক সপ্তাহের জন্য 'আটকেই রইলেন' কেজরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ দিল্লি হাই কোর্টে আপাতত স্বস্তি পেলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে ইডি। তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরী। সেই মামলায় আগামী ২ এপ্রিল, মঙ্গলবারের মধ্যে ইডির থেকে জবাব তলব করল আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ৩ এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার। অর্থাৎ আগামী এক সপ্তাহের জন্য আটকেই রইলেন তিনি। আবগারি মামলায় গত বৃহস্পতিবার ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান কেজরীওয়াল। শুক্রবার নিম্ন আদালত তাঁকে সাত দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ২৮ মার্চ সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ইডির হাতে গ্রেফতারি এবং নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাই কোর্টে মামলা করেছেন কেজরীওয়াল। বুধবার যে সময় সেই মামলার শুনানি হচ্ছে, সেই সময় তাঁর স্ত্রী সুনীতা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "দু'দিন আগে, অরবিন্দ কেজরীওয়াল দিল্লির জল ও নর্দমা সমস্যা নিয়ে জলমন্ত্রী অতিশীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেই কেজরীওয়ালের বিরুদ্ধেই মামলা করেছে।" এর পরই সুনীতা বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার কি দিল্লিকে ধ্বংস করতে চায়? তারা কি চায় জনগণের কষ্ট থাকুক? অরবিন্দ কেজরিওয়াল এতে খুব কষ্ট পেয়েছেন।" তাঁর কথায়, "তথাকথিত মদ কেলেঙ্কারিতে ইডি ২৫০ টিরও বেশি অভিযান চালিয়েছে। তারা এই তথাকথিত কেলেঙ্কারির টাকা খুঁজছেন"।

মহুয়াকে আবার সমন ইডির, এবার দিল্লিতে তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ আবার তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্রকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল ইডি। সূত্রের খবর, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের একটি মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৮ মার্চই ইডির সদর দফতরে মহুয়াকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, অতীতেও এই একই মামলায় তৃণমূল নেত্রীকে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু সেই সময় হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, শুধু মহুয়া নন, একই মামলায় ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। তবে তিনি বৃহস্পতিবার যাবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই মামলায় এর আগে দু'বার তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। ইডি সূত্রে খবর, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে মহুয়ার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। তদন্তকারী অফিসারদের নজরে বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের কয়েকটি ঘটনা রয়েছে। একটি নন-রেসিডেন্ট এক্সটারনাল (এনআরই) অ্যাকাউন্টের লেনদেনও তাঁদের নজরে রয়েছে। সেই সংক্রান্ত বিষয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করতে মহুয়া এবং দর্শনকে তলব করা হয়েছে। 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে ইতিমধ্যে মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। গত ডিসেম্বরে লোকসভার সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কার করা হয় মহুয়াকে। মহুয়াকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সুপারিশ করেছিল লোকসভার এথিক্স কমিটি। ৪৯৫ পৃষ্ঠার রিপোর্ট তারা জমা দেয়। ওই রিপোর্ট পড়ে দেখার জন্য সময় চেয়েছিল তৃণমূল। কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলির তরফেও স্পিকারের কাছে সময়ের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্পিকার সময় দেননি। বহিষ্কারের পর মহুয়া জানিয়েছিলেন, এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়বেন তিনি। আগামী ৩০ বছর লোকসভার ভিতরে এবং বাইরে লড়াই করবেন। এই বহিষ্কারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সেখানে এখনও মামলাটি বিচারাধীন। সূত্রের খবর, এথিক্স কমিটির রিপোর্টে তৃণমূলের সাংসদের লোকসভার লগইন আইডি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টিকে 'অনৈতিক আচরণ' এবং 'সংসদের অবমাননা' হিসাবে অভিহিত করা হয়। এথিক্স কমিটির রিপোর্টে মহুয়াকে কড়া শাস্তি দেওয়ার সুপারিশও করা হয়।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

চীনের বাজারে আইফোন বিক্রিতে বিশাল ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ চীনের দামি ফোনের বাজারে অ্যাপলের প্রাধান্য অনেক দিন থেকেই ছিল। অন্য কোনো কোম্পানি এমন কোনো ফোন উৎপাদন করতে পারেনি, যা অ্যাপলের আইফোনকে টেক্কা দিতে পারে বা ধনী ও বিশ্বজনীন নাগরিকের কাছে আইফোনের যে কদর, তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে, চীনের বাজারে অ্যাপলের সেই অবস্থান ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তার সেই আকর্ষণ হারিয়ে যাচ্ছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, চীনের ক্রেতারা সাধারণত বছরের প্রথম ছয় সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি নতুন ফোন কেনেন। স্বাভাবিকভাবে ফোনের বাজারের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্মার্টফোনের বাজার বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান কাউন্টার পয়েন্ট রিসার্চের তথ্যানুসারে, চলতি বছরের প্রথম ছয় সপ্তাহে চীনের বাজারে আইফোনের বিক্রি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪ শতাংশ কমেছে। একই সময়ে অ্যাপলের পুরোনো প্রতিযোগী হুয়াওয়ের স্মার্টফোন বিক্রি বেড়েছে ৬৪ শতাংশ। তাই চীনের বাজারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে অ্যাপল। এ ছাড়া সম্প্রতি দুটি ধাক্কা খেয়েছে অ্যাপল—সংগীত স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গ করার দায়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যাপলকে ২০০ কোটি ডলার জরিমানা করেছে। পাশাপাশি অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন লঙ্ঘনের দায়ে মার্কিন সরকার কোম্পানিটির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। বহু বছর ধরে চীন অ্যাপলের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার; যুক্তরাষ্ট্রের পরেই তার স্থান। অ্যাপলের ফোনের প্রায় ২০ শতাংশ বিক্রি হয় চীনের বাজারে। কিন্তু এখন নানা কারণেই চীনের বাজারে অ্যাপলের অবস্থান ক্ষুণ্ন হতে পারে বলে সংবাদে বলা হয়েছে। যেমন ভোক্তাদের ব্যয় কমে যাওয়া, মার্কিন কোম্পানির ফোন ব্যবহার না করার জন্য জনগণের ওপর সরকারের চাপ ও সর্বোপরি চীনের কোম্পানি হুয়াওয়ের পুনরুত্থান। বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেকইনসাইটের জ্যেষ্ঠ পরিচালক লিন্ডা সুই টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, চীনের বাজারে অ্যাপলের স্বর্ণ সময়ের অবসান হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই পরিণতির অন্যতম কারণ হলো, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে দুই দেশের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান লড়াই। এই ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা উল্লেখযোগ্যভাবে না কমলে অ্যাপলের পক্ষে চীনের বাজারের হৃত আসন পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয়ে যাবে। সংবাদে বলা হয়েছে, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে অ্যাপলের মতো আর কোনো মার্কিন কোম্পানিকে এতটা ভুগতে হয়নি। পাঁচ বছর আগে এমন পরিস্থিতি ছিল নতুন আইফোন বাজারে আসার আগে মানুষ অ্যাপলের দোকানের সামনে তাঁবু খাটিয়ে রাতভর অপেক্ষা করেছে।

লগ্নিকারীর মুনাফা বৃদ্ধির ইঙ্গিত ঋণপত্রের বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ শেয়ার এবং শেয়ার ভিত্তিক ফান্ডে লগ্নিকারীদের ভাল কেটেছে ২০২৩। তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল বন্ড অর্থাৎ ঋণপত্রের বাজার। চলতি বছরে শেয়ার বাজার যখন কিছুটা অনিশ্চয়তার কবলে, তখন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বন্ড বা ঋণপত্রের বাজারে। গত বছর সেনসেক্স ৬১ হাজার থেকে পৌঁছেছিল ৭২ হাজারে। বৃদ্ধি ১৮%। মাঝারি এবং ছোট শেয়ারের সূচক বেড়েছিল আরও বেশি। তুলনায় ১০ বছর মেয়াদি বন্ডের দাম বেড়েছে কম। বন্ডের দাম বাড়লে ইল্ড বা বন্ডের প্রকৃত আয় কমে। ইল্ড ৭.৩১% থেকে শুরু করে বছর শেষে হয় ৭.১৭%। অর্থাৎ বন্ডের দাম তেমন বাড়েনি। তার উপর বাজেটে খাঁটি বন্ড ফান্ড থেকে দীর্ঘকালীন মূলধনী কর সংক্রান্ত সুবিধা তুলে নেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে ২০২৩ বন্ড এবং বন্ড ফান্ডের লগ্নিকারীদের হতাশই করেছে। ২০২৪-এ ছবিটা বদলাচ্ছে। বন্ডের দাম চড়ায় ইল্ড নেমেছে ৭.০৮ শতাংশে। ধরা যাক, ৭.৫% সুদে ১০০ টাকা মূল দামের (ফেসভ্যালু) বন্ড বাজারে ছাড়া হল। সুদ ভাল দেখে বন্ডের চাহিদা বাড়ল। দাম বেড়ে হল ১১০ টাকা। কেউ ১১০ টাকায় তা কিনলে সুদ মিলবে ১০০ টাকার উপরেই (৭.৫০ টাকা)। ইল্ড ৬.৮২%। বন্ডের দাম কমে ৯০ টাকা হলে ইল্ড বেড়ে হবে ৮.৩৩%। অর্থাৎ ইল্ড কমা লগ্নিকারীদের জন্যে ভাল। কেন আশা জাগাচ্ছে ২০২৪ সাল? কারণ— এক: খুচরো মূল্যবৃদ্ধি কমছে (৫.০৯%)। তা ৪ শতাংশের কাছে নামলেই রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ কমাতে পারে। তখন ঋণের পাশাপাশি সুদ কমবে আমানতেও। এতে বন্ডে ইল্ড নামবে। বাড়বে দাম। দুই: সরকারের লক্ষ্য রাজকোষ ঘাটতিকে চলতি অর্থবর্ষের ৫.৮% থেকে আগামী অর্থবর্ষে জিডিপির ৫.১% এবং তার পরের অর্থবর্ষে (২০২৫-২৬) ৪.৫ শতাংশে নামানো। ঘাটতি কমলে সরকারকে বন্ড ছেড়ে বাজার থেকে কম ধার করতে হবে। বন্ডের জোগান কমলে দাম বাড়বে। পড়বে ইল্ড। তিন: জেপি মর্গ্যান এবং ব্লুমবার্গ তাদের এমার্জিং মার্কেট সূচকে ভারত সরকারের বন্ডকে স্থান দেওয়ার কথা জানিয়েছে। অনুমান, বিষয়টি কার্যকর হলে মোট ৩০০০ কোটি ডলার (প্রায় ২,৪৯,০০০ কোটি টাকা) পর্যন্ত লগ্নি ঢুকতে পারে দেশের বন্ড বাজারে। জেপি মর্গ্যানের কারণে প্রায় ২৫০০ কোটি ডলার এবং ব্লুমবার্গের জন্য ৫০০ কোটি। এই দুই পথে সরকারি বন্ডের চাহিদা বাড়লে তার দাম বাড়বে বলে আশা। তখন দাম বাড়বে বেসরকারি বন্ডেরও। চাঙ্গা হবে ঋণপত্রের বাজার। চার: বন্ডের দাম বাড়লে এবং ইল্ড নামলে বন্ডের সুদ খাতে সরকারের খরচ কমবে। ব্যাঙ্ক এবং বিমা সংস্থাগুলি-সহ ছোট-বড় সব বন্ডে লগ্নিকারীদের বিনিয়োগমূল্য ফুলেফেঁপে উঠবে। এর সদর্থক প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারেও। এখন প্রশ্ন হল, খুচরো লগ্নিকারীরা কেন বন্ডে লগ্নি করবেন? এক: ব্যাঙ্কের তুলনায় বেশি রিটার্ন চাইলে এবং শেয়ারের ঝুঁকি নিতে না চাইলে। দুই: উঁচু হারে করদাতারা কম করের সুবিধা নিতে চাইলে। ৩১.২% বা তারও বেশি করের আওতায় পড়লে ব্যাঙ্ক থেকে ৭.৫% সুদ পাওয়ার অর্থ, কর চুকিয়ে মাত্র ৫.১৬% রিটার্ন। তিন: এমন বন্ড ফান্ডে লগ্নি করা সম্ভব, যেখানে তহবিলের ৩৫ থেকে ৬৫ শতাংশ শেয়ারে খাটে। একে বলে ব্যালান্সড/মাল্টি অ্যাসেট হাইব্রিড ফান্ড।

সোনা (১০গ্রাম): ৬৬৪৩২
রূপা (১ কেজি) : ৭৪০৯৩
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৫

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭২৯৯৬.৩১
নিফটি—	২২১২৩.৬৫
ন্যাসডাক—	১৬৩৭৩.৬৫
এ.সি.সি—	২৪৫৬.৫৫
ভারতী টেলি—	১২২৩.৭৫
ভেল—	২৪২.৯০
এল এন্ড টি —	৫৪৪৮.৫৫
টাটা মোটর্স—	৯৭৮.৮০
টি.সি.এস. —	৩৮৩৭.২৫
টাটা স্টিল—	১৫২.৮৫
ডাবর —	৫২০.৩৫
গোদরেজ —	৭৭০.৩০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৪০.৭০
আই.টি.সি.—	৪২৮.০০
ও.এন.জি.সি.—	২৬১.৮৫
সিপলা —	১৪৬৯.৬৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২২১৬.৬৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫৪৭.২৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৮২.৭০
সেল—	১৩৩.৫৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৩৪.০৫
সিমেন্স—	৫২৮৫.২০
ফাইজার—	৪৪০৪.৯৫
ইউনিটেক—	১০.৬৮
উইপ্রো—	৪৭২.২০
ডা. রেড্ডি–	৬০৫২.৫০
মারুতি—	১২৫৫০.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৫০.০০
টি সি আই —	৭৯৮.৯৫
মহানগর টেলি —	৩৩.৯৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২১৯.৬৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২৮ মার্চ

১৬৬০ প্রথম জর্জের জন্ম। ইনি ছিলেন ব্রিটেনের রাজা। ১৭১৪ সালে উনি সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ই হ্যানোভার রাজ বংশের সূচনা। তিনি ছিলেন স্টুয়ার্ট রাজবংশের শেষ রানি অ্যানের ছেলে। ফলে তার মধ্যে দিয়েই নতুন ধারা শুরু হয়। কারণ, অ্যানে রানি হওয়াতে স্টুয়ার্ট বংশ শেষ হয়ে যায়। ১৭২৭ সালে প্রমথ জর্জের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার শাসনকালও শেষ হয়। তিনি ছেলে দ্বিতীয় জর্জের হাতে ইংল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হ্যানোভার বংশ শেষ হয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার মধ্য দিয়ে। ভিক্টোরিয়া যেহেতু রানি ছিলেন তার পর ফের নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। হ্যানোভার বংশ ধারার শাসনকালে ইংলন্ড সমৃদ্ধির চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। তবে, ভিক্টোরিয়া ছিলেন সেই বংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শাসক।

১৭৪৯ পিয়েল সাইমন লাপলেসের জন্ম। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের একজন বিশিষ্ট জ্যোতিবিজ্ঞানী। সৌর জগতের বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহ নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর থেকে বহু সিদ্ধান্তে আসেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলেই পরবর্তীকালে সৌরজগত নিয়ে অনেক কিছু জানা যায়। পিয়ের সাইমন মারকুইস লাপাস মারা গিয়েছিলেন ১৮২৭ সালে। প্রথম জীবন অবশ্য গণিতবিদ হিসাবেই খ্যাতিমান ছিলেন।

শব্দজাল- ৫৮৯৯

১			২		৩		৪
		৫		৬		৭	
৮	৯						
			১০			১১	১২
১৩			১৪	১৫			
		১৬					
১৭				১৮			

পাশাপাশি ঃ- ১) গল্প বই। ৩) অজগর সাপ। ৫) তালজ্ঞানহীন। ৭) দেহ। ৮) হত দরিদ্র। ১১) লতিকা। ১৩) ইজ্জতদার। ১৪) এক ধরনের তুলো। ১৭) বানী। ১৮) তাগাদা।

উপরনীচ ঃ- ১) শাখা নদী। ২) সূর্য। ৩) প্রকান্ড। ৪) মোটা লাঠি। ৬) নজর বা দৃষ্টি। ৭) ক্লান্তি। ৯) নদী। ১০) যে কিছুই বোঝে না। ১২) বহুধন সম্পত্তির মালিক। ১৩) শ্রীকৃষ্ণ। ১৫) লালিত। ১৬) সময়।

উত্তর - ৫৮৯৮

পাশাপাশি ঃ- ১) ফুলদানী ৩) মজুত ৫) বিমান ৭) মাও ৮) তসবি ১১) পালকি ১৩) বান ১৪) কপট ১৭) নজর ১৮) কলুষিত।

উপরনীচ ঃ-১) ফুরসত ২) নীলিমা ৩) মদ ৪) তলাও ৫) বিবি ৬) বরবাদ ৭) মাকাল ৯) সহন ১০) নাক ১১) পাট ১২) কিসমত ১৩) বামন ১৫) পথিক ১৬) দর।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৪ চৈত্র, ভাঃ ৮ চৈত্র, **২৮ মার্চ** ১৪ চ'ত, সংবৎ ৩ চৈত্র বদি, ১৭ রামজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৯, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪৭। **বৃহস্পতিবার,** তৃতীয়া অপরাহ্ন ঘ ৪।৩৬ মিঃ। স্বাতীনক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৪।৪৩ মিঃ। হর্ষণযোগ রাত্রি ঘ ৯।৩৩ মিঃ। বিষ্টিকরণ, অপরাহ্ন ঘ ৪।৩৬ গতে ববকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৫।০ গতে বালবকরণ। **জন্মে**–তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, অপরাহ্ন ঘ ৪।৪৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**—দোষ নেই। **যোগিনী**- অগ্নিকোণে, অপরাহ্ন ঘ ৪।৩৬ গতে নৈর্ঋতে। **কালবেলাদি**- ঘ ২।৪৫ গতে ৫।৪৭ মধ্যে । **কালরাত্রি**-ঘ ১১।৪৩ গতে ১।১২ মধ্যে। **যাত্রা**-শুভ দক্ষিণে। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ২।৪৫ মধ্যে নামকরণ। **বিবিধ**-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ- কর্ম্মে বিভ্রাট। **বৃষ**-মহানুভবতা। **মিথুন**-ত্রাস। **কর্কট**-অর্থক্ষতি। **সিংহ**-প্রীতিলাভ। **কন্যা**-নিরানন্দ। **তুলা**-ব্যবসায় মন্দা। **বৃশ্চিক**-অভিনয়ের সুযোগ। **ধনু**- বিতৃষ্ণা। **মকর**-মিথ্যাপবাদ। **কুম্ভ**- জনসেবায় ব্যস্ত। **মীন**- বাড়তি ক্ষতি।

আগামীকাল

মেষ-অনর্থপাত। **বৃষ**-শরিকি বিবাদ। **মিথুন**-অগ্নিভয়। **কর্কট**-চিত্তপ্রফুল্ল। **সিংহ**- পতনাশঙ্কা। **কন্যা**-জয়লাভ। **তুলা**- আত্মতৃপ্তি। **বৃশ্চিক**-অর্থনাশ। **ধনু**- সুখভোগ। **মকর**- শিরঃপীড়া। **কুম্ভ**-নিঃসঙ্গতা। **মীন**-বঞ্চিত।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

মুখ্যমন্ত্রীর ফলক ঢাকা নিয়ে তুঙ্গে বিতর্ক, রাজ্যপালকে গো-ব্যাক স্লোগান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৭ মার্চঃ বিতর্ক কিছুতেই থামছে না কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কদিন আগে সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতর বনাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংঘাত তৈরি হয়েছিল। কারণ এই অনুষ্ঠান করতে গেলে উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুমতি নিতে হয়। সেটা এই বিশ্ববিদ্যালয় নেয়নি, উলটে আমন্ত্রণ করে বসেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। তাই সমাবর্তন করার অনুমতি দেয়নি উচ্চশিক্ষা দফতর। এবার সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত ফলক ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আসানসোলের কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এই বিতর্ক তৈরি হতেই পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ।

আজ, বুধবার সকালে এই বিষয়টি নজরে পড়তেই ক্ষোভপ্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিতর্ক তীব্র হতেই ফলক থেকে ঢাকা খুলে ফেলা হয়েছে বলে খবর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, এই বিষয়ে তাঁদের কোনও হাত নেই। যা করার নির্বাচন কমিশন করেছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা দফতর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ না জানানোয় আজ যখন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোসের কনভয় প্রবেশ করছিল তখন গো-ব্যাক স্লোগান দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা। তাতে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যান রাজ্যপাল। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর এই অনুষ্ঠান করা নিয়ম বহির্ভূত বলে চিঠি দেয়। কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন ভবনের উদ্বোধনের সময় ফলকটি বসানো হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আবার ফলক বিতর্ক তৈরি হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার সহ-সভাপতি মনিশঙ্কর মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রীর নামে এত নিরানন্দ কেন? এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি।' আর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এই ঘটনা রাজ্যবাসীর অপমান। আমরা বিক্ষোভ দেখাব।' এইসব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাবরণ তপ্ত হয়ে উঠেছে তখন মুখ খুললেন উপাচার্য। কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনও সম্পর্ক নেই। নির্বাচন কমিশন এমনটা করেছে। আমাদের কোনও হাত নেই।'

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে। জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর নামাঙ্কিত ফলক ঢাকা হয়েছিল। আদর্শ আচরণ বিধিতে তার কোনও নির্দেশিকা নেই। তাই আবার ফলকের আবরণ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। উচ্চশিক্ষা দফতরের আপত্তি সত্ত্বেও সমাবর্তন হচ্ছে কেন? উঠছে প্রশ্ন।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন তাপস মণ্ডলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় মোড়। জামিন পেলেন প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। ইডির মামলায় পিএমএলএ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন তাপস। বুধবার প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাপসকে ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এদিন তাপসের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছেন বিচারক। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে তাপস মণ্ডলকে।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার গাছপালা কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য খুঁজতে জোরকদমে আসরে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। ইডি ও সিবিআই- দুই কেন্দ্রীয় এজেন্সিই তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এই তাপস মণ্ডলের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা এই নিয়োগ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে সন্দেহ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। কুন্তল ঘোষ, মানিক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় উঠে আসা অন্যান্য নামগুলির সম্পর্কে তথ্য তালাশে তাপসের থেকে বিভিন্ন তথ্য ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছে এজেন্সি।

যদিও তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করেনি ইডি। তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তাপস। একই অপরাধে সিবিআই-এর মামলায় জেল হেফাজতে থাকার পর আবার ইডি প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের আবেদন করে। সেই আইনি কারণে জামিন। যদিও এদিন তাপস মণ্ডলের জামিনের আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী ভাস্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, ইডির এই মামলায় জামিন পেলেও, জেলমুক্তি হচ্ছে না নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডলের। সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতারির পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যে মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে, সেই মামলায় জেলেই থাকতে হচ্ছে তাপসকে।

'বেসরকারি হোটেলে গোপন মিটিং'! তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ মার্চঃ লোকসভা ভোটের মুখে রাজনীতির ঝাঁঝ ক্রমেই বাড়ছে বাংলায়। এবার উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিদায়ী সাংসদ ও এবারের পদ্ম প্রার্থী খগেন মুর্মু। বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'বেসরকারি একটি হোটেলে এখানকার ডিএম, এসপি মিটিং করেছেন। গোপনে বৈঠক করা হয়েছে।' ওই বৈঠকে তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'আমরা যেটুকু খবর পেয়েছি, তিনি ছিলেন। আমাদের কাছে যে খবর আছে, সেটা আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশনের কাছেই সেই তথ্য আছে।'

যদিও এই জাতীয় সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকার বিদায়ী সাংসদের মুখে এমন মন্তব্য পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেই দাবি করছেন তৃণমূল প্রার্থী। প্রসূনবাবু বলেন, 'উনি সাংসদ ছিলেন। ওঁর থেকে আমি অন্তত একটি ন্যূনতম সেন্স আশা করি। যখন তিনি অভিযোগ করবেন, তখন তার সপক্ষে একটি ন্যূনতম প্রমাণ দেখাবেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, ওঁকে বলুন ন্যূনতম প্রমাণ দেখাতে যে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছে। তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন।'

খগেন মুর্মু তাঁর কাছে থাকে যাবতীয় অভিযোগ কমিশনকে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। সেই বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থীকে। প্রাক্তন আইপিএস অবশ্য পাল্টা বিঁধে বলছেন , শুধু কমিশনকে কেন, যদি প্রমাণ থাকে, তা সংবাদ মাধ্যমের সামনেও প্রকাশ করা হোক। প্রসূনবাবুর কথায়, হারের ভয়ে হতাশায় এসব কথা বলছেন বিদায়ী সাংসদ।

ইউসুফের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে ভোটে আদর্শ আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ কংগ্রেসের। ভোটের ময়দানে ফায়দা তুলতে সচিন তেন্ডুলকরের ছবি ব্যবহারের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে হাত শিবির। দেওয়া হয়েছে চিঠি। ইউসুফ বিভিন্ন জায়গায় বিশ্বকাপ জয়ের ছবি ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের। প্রসঙ্গত, গত রবিবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লোকসভার অন্তর্গত কান্দি মোহনবাগান ময়দানে ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের যান ইউসুফ পাঠান। সেখানে সচিনের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে শোরগোল চলছে জেলার রাজনৈতিক মহলে।

নির্বাচন কমিশনে নালিশ করে কংগ্রেসের তরফে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাতে পরিষ্কার লেখা, ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তের নানা ছবি সামনে রেখে প্রচার করছেন ইউসুফ। সেখানে হাইপ্রোফাইল ক্রিকেট তারকা সচিনের তেন্ডুলকরের ছবিও রয়েছে। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ জয়ের মুহূর্তগুলিও জাতীয় গর্বের বিষয়। তার সঙ্গে সকল ভারতবাসীর আবেগ জড়িয়ে। আমরা মনে করি না নির্বাচনী প্রচারের জন্য এর ব্যবহার করা উচিত।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৭ মার্চঃ দোলের সন্ধ্যায় দোকানে যাওয়ার সময় মুখ চেপে ধরে ঝোপে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ! ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক যুবককে। আটক এক নাবালক। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দোলের দিন সন্ধায় হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। ডানকুনির এক বছর পনেরোর নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দোকানের উদ্দেশ্যে। অভিযোগ, রাস্তা থেকে তার মুখ চাপা দিয়ে নিয়ে যায় তিন জন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। নাবালিকা বাড়ি ফিরে ঘটনার কথা তার মাকে জানায়। পরে তার মা প্রতিবেশীদের জানান। নাবালিকা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাকে বুধবার শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করে পুলিশ। এক নাবালককে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তদন্ত করে অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তির দাবি করেন এলাকাবাসীরা।

মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৭ মার্চঃ লোহার রড পেটে ঢুকে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহী যুবকের। গুরুতর আহত এক আরোহী চিকিৎসাধীন বেসরকারি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধেয়, জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরায়। মৃত যুবকের নাম মকবুল মাল (২৫), গুরুতর আহত তাঁর বন্ধু সামসুর সেখ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোজা ভাঙার পর দুই বন্ধু চা খেতে যাচ্ছিলেন। ফুরফুরার রামপাড়া থেকে হোসেন পুর বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় রাখা জলের পাইপে জোরে ধাক্কা মেরে ছিটকে পরেন আরোহী দুজনই। পাইপ টেনে সরানোর জন্য পাইপে গেঁথে রাখা থাকা লোহার রড মকবুলের পেটে ঢুকে যায়। তৎক্ষণাৎ তাকে স্থানীয় বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয়। আহত বাইক আরোহীকে শিয়াখালার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

এই প্রার্থী নিয়ে বাংলায় জিতবে বিজেপি

ধামাধরা চামচা মিডিয়ার অ্যাঙ্কাররা এ রাজ্যে যতই বিজেপিকে সামনে এগিয়ে রাখুক এবং শাসক দল তৃণমূলকে নানা ভাবে ছোট করার চেষ্টা করুক, ভোটদাতারা মিডিয়ার লোকেদের একেবারেই বিশ্বাস করে না। বলা যায় অগ্রাহ্য করে। যে কারণে বিজেপির নেতা সিবিআই থেকে বাঁচার জন্য যিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিরোধী দল নেতা হয়ে গেলেন, পুরুল্যায় প্রচার সভায় এসে তিনি বলছেন 'অজিত প্রসাদ মাহাতকে অনুরোধ করছি তিনি ভোট কেটে যেন শান্তিরাম মাহাত-র জেতার রাস্তা পরিস্কার না করেন।' এর কত রকম অর্থ হতে পারে। প্রথমত, তিনি ধরেই নিয়েছেন কুড়মিদের ভোট বিজেপি পাবে না। পুরুল্যার মানুষ বলছেন অন্য কথা। তারা বলছেন আগের বার লোকসভা ভোটে এই নেতা তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছিলেন। বিজেপির বিরুদ্ধে এমন কোন অপশব্দ নেই যা প্রয়োগ করেননি। আজ তিনি বিজেপির হয়ে ভোট চাইছেন। কেন বিজেপিতে গেলেন সবাই জেনে গেছেন। যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু এবার জেনে গেলেন। কোথাও কোন প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে কোন প্রার্থীকে ভোট না কাটার অনুরোধ করার অর্থ হল হার স্বীকার করে নেওয়া। বিজেপি প্রার্থী নিশ্চয়ই ওই মন্তব্য হজম করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, জয়পুরের এমএলএ নরহরি মাহাত ওই নেতার সভায় নাকি বলেছেন 'আমি কুড়মি, আমি মাহাত, আমি বিজেপি থেকে নির্বাচিত জয়পুরের এমএলএ, বিজেপি কুড়মিদের বিভ্রান্ত করছে।' বিজেপির প্রচার সভায় বিজেপির এমএলএ এ কথা বলেছেন কিনা সত্যতা যাচাই করার কোন উপায় নেই পত্রিকার কাছে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এটা ভাইরাল করা হয়েছে। বিজেপির এমএলএ বিজেপির সভায় বলছেন বিজেপি কুড়মিদের বিভ্রান্ত করছে। আর একজন বলছেন কুড়মি নেতা অজিত মাহাত যেন ভোট না কাটেন।

দীর্ঘকাল তৃণমূলে কাটানো সমস্ত অপকর্মের নায়ক পুরুল্যার চাকরি চোর বলে অভিযুক্ত নেতা এখনও মনে করেন তিনি তৃণমূলেই আছেন। তিনি যে বিরোধী দলনেতা ভুলেই গিয়েছেন। ২০২১ সালে তিনি ভেবেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন। বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে মমতা ব্যানার্জীর দল আগের থেকে বেশী আসনে জয়ী হল। এবার বিজেপির প্রার্থী তালিকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতগুলি আসনে তারা জিততে পারবে। দিলীপ ঘোষকে মেদনীপুর থেকে দুর্গাপুরে সরিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে এটা অনভিজ্ঞ লোকেরা ভাবতে পারেন। বাংলার মানুষ ভেবে চিন্তে ভোট দেবেন। শহরের গুটি কয়েক মানুষের ভোটে সাংসদ হওয়া যাবে না। গ্রামীণ মানুষের ভোট চায়। যেখানে বিজেপির সংগঠন নেই, মানুষের জন্য কোন কাজ করেনি, সাংসদ যারা ছিলেন তাদের এলাকায় দেখা যায়নি, শুধু পার্টি করে গেলেই মানুষ তাদের ভোট দিয়ে লুটে খাওয়ার সুযোগ করে দেবে তা কখনও হয় না। কংগ্রেস থেকে বা অন্য দল থেকে নেতারা না গেলে বিজেপি প্রার্থীই দিতে পারত না এই তালিকা থেকেই বোঝা যায়।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

সকলের অভিজ্ঞতার কথা

কেবল ইন্দ্রিয়গুলিকে সুখ দেওয়া—ভোগে লিপ্ত থাকা, সুস্বাদু ভোজন করা, সুন্দর দৃশ্য দেখা, কোমল বস্তু স্পর্শ করা, আলস্যভরে নিদ্রা যাওয়া—এইগুলি হল ইন্দ্রিয়ারামতা। তৃতীয় কথা বলেছেন---**'মোঘং পার্থ স জীবতি'**—সে সংসারে মিথ্যাই বেঁচে থাকে। এটি হল সভ্যতার ভাষা। তাৎপর্য হল যে যদি মরে যায় তো ভালোই। তার বেঁচে না থাকই ভালো। তুলসীদাস বলেছেন—**'কুম্ভকরন সম সোবত নীকে?'** তারা ঘুমিয়ে থাকলেই ভালো। অভিপ্রায় হল এই রকম মানুষ পৃথিবীর কাচে ভারস্বরূপ। পৃথিবী বলেছে—'আমার উপর বনস্পতির ভার নেই, পাহাড়েরও ভার নেই। আমার উপর তাদেরই ভার রয়েছে যারা ভগবৎভক্তিতে হীন'—**'ভগবদ্ভক্তিহীনো যস্তস্য ভারঃ সদা মম।'** আমার উপর তার ভার সব সময় থাকে—'যে উপরোক্ত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না'। ভগবন বলেছেন, 'তার জীবন ভারস্বরূপ।' সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন কী—তা উপরে বলে দেওয়া হয়েছে। নিষ্কামভাবে অথবা ভগবানকে পূজা করার ভাবে নিজের কর্তব্য তৎপরতায় সঙ্গে সম্পন্ন করাই হল সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন। যার যেখানে যে কর্তব্যকর্ম সে সেটি করবে। তাতে কর্তৃত্বাভিমান থাকবে না। মমতা থাকবে না, আসক্তি থাকবে না, কামনা, পক্ষপাত, বৈষম্য থাকবে না। এগুলি সবই বিষের মতো। সিঙ্গিমোরা, সংখিয়া, কুচিলা, ভিলারা প্রভৃতি যেসব বিষ আছে সেগুলিকে বৈদ্যেরা শুদ্ধ করে ওষুধ রূপে ব্যবহার করেন।

ক্রমশ...

অকাল বিড়ম্বনা

আভা চট্টরাজ

(পরবর্তী অংশ...)

২৯তম পর্ব

কিন্তু তিনি পরখ করে নিয়েছেন আশপাশ _ পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ তিনি _ মানুষ চরিয়ে খেয়েছেন অতএব তিনি কোনো মূল্যেই ঠকতে চান না _ জিততে তাকে হবেই _ তিনি জয়ের হাসি হাসবেনই ! এই দুর্দম জেদ নিয়ে নিষ্ঠুর বাস্তবে পরাহত করে যা কিছুই বিড়ম্বনা ঘটুক সবই তিনি সরিয়ে দিতে চান।

কিন্তু ছেলে বেঁকে বসেছে _ সে ঐ কুচ্ছিৎ মেয়েটিকে অচ্ছ্যুৎ মনে করে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তার মনের ঘরে তার বিয়ে করা স্ত্রীর স্থান নেই !

মা বাবাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে_সে নিজেকে বিক্রী করতে পারবে না অর্থের বিনিময়ে। তোমরা আমার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এই কাজ করেছো_এখন তোমরাই এর দায়িত্ব সামলাও!

বৌ এর থেকে শতহস্ত দূরে থাকে _ এক গ্লাস জলও খায়না তার হাতে।

এতো মহা বিড়ম্বনায় পড়া গেল _ এতটাও বুঝতে পারেন নি তিনি _ আসলে ছেলের কথার গুরুত্বই দেননি কোনোদিন। ভয় হতাশা ঘিরে ধরছে তাকে _ এরপর কি হবে _ বৌমার বাবার অত সম্পত্তি অর্থ _ গাড়ী বাড়ীর কি হবে _ ছেলের চাকরীর কি হবে? বৌমার মা বাবা একথা যখন জানতে পারবেন _ যে তাদের জামাই তাদের আদরের মেয়েকে অবহেলা করছে _ তাদের রিঅ্যাকশান কি হতে পারে তা ভালমতই আঁচ করতে পারছেন তিনি।

এদিকে ছেলেও ভালো করে কথা বলছে না _ ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছে না _ এ কি বিড়ম্বনা ! মনমরা হয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ।

নিজেকে এই ভাবে বোঝাচ্ছেন যে _ কেউ না কেউ তো ঐ মেয়েকে বাড়ীর বৌ করে নিয়ে যেতই _ এখন সে কাজটি আমিই করেছি_ এতে আমার আর কি অপরাধ হয়েছে !

আসলে নিজের ছেলের মনের কথাটিই বুঝতে চেষ্টা করেন নি তিনি_নিজে নিজেই আঁট ঘাট বেঁধে নেমে ছিলেন মাঠে কিন্তু এভাবে গোল খেয়ে গো হারা হেরে যাবেন বুঝতে পারেন নি।

ছেলের জীবনের ছন্দ কেটে গেছে _ ভালো করতে গিয়ে মন্দ হয়ে গেছে পরিকল্পনা _ এ বিড়ম্বনা ভোগাবে মনে হচ্ছে সারাজীবন হিসেব কষে চলা এক দূরদর্শী পিতাকে !

লাল সুতোয় বিড়ি বাঁধি (অণুগল্প)

ব্রজ গোপাল চ্যাটার্জ্জী

অমর তালুকদার---!

নামটাই বেখাপ্পা ছিল বাবার।

পদবীতে তালুকদার বসলেও, অ্যাসবেষ্টসের কোঠাবাড়িটাই ছিল সম্বল।

অমরত্বের মাহাত্ম্যও স্থায়ীত্ব হয়েছিল বছর বাহান্ন। হা-অন্ন ঘোচাতে পারেনি জীবদ্দশায়।

বিড়ি কোম্পানীর হয়ে দৌড়ঝাঁপ করতো এখানে সেখানে। শ্রমিকদের কাছে পাতা-তামাক আর সুতো পৌঁছে দিত। কাজের খাতিরেই তাদের আপনজন হয়ে উঠিছিল বাবা। বাবারও আস্থাভাজন ছিল চন্দ্রানী। তার কোলেই মাথা রেখে মারা যায় বাবা। হৃদযন্ত্র বেইমানি করেদিল ঝাড়খন্ডে। শেষ সময়ে ল্যাটানো কথায়, কিছু বলে ছিল চন্দ্রানীর হাতেধরে।

আমি তখন হলদিয়ায় বি-টেক পড়ছি। সহপাঠিনীর সর্ম্পকেও আবদ্ধ। বাবা মারা যেতেই মাঝ মাঠে মরতে বসলো ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দুখ-ধান্দায় নামার চাপ এলো সংসার থেকে। সম্মতিও দিল মৌ। ড্রপ করে দিলাম ফোর্থ সেমিস্টার। এদিকে কাজের ধান্দায় ঘুরছি। ওদিকে আর্জেন্ট ফোন এলো কলেজ থেকে।

মানি-অর্ডার এসেছে।---!

একনলেজমেন্টে মেয়েলি হাতে ঘিঞ্জিপিটি লেখা---" কাকাবাবুর অনুরোধেই তোমার খবর রাখি। সেমিস্টারের টাকা তো বাকী? আমার কন্যাশ্রীর টাকাটা নিও। পরীক্ষা দিও। ইতি চন্দ্রানী----মফস্বলে লাল সুতোয় বিড়ি বাঁধি "।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

আদ্যিকাল

পশুপতি ভদ্র

আদ্যিকালে তুমুল,
অতুলনীয় সৌন্দর্যে তৈরি হয় ভালোবাসা,
শূন্যতার মাঝে প্রস্ফুটিত কুসুম,
নিখুঁত অবয়ব,
একটা ভালোলাগা, - দ্রুত সঞ্চারিত,
অবলোকনে শিহরণ,
সহায়ক প্রতিষ্ঠানে অবধারিত প্রেম।

ভাবসর্বস্ব কবিতা,
লিখতে গিয়ে লিখি,- প্রতিকূলে অনুসরণ,
প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়িয়ে পড়ে দ্যুতি,
মগ্ন হৃদয়ে তুমি, - হয়ে ওঠো অধীর,
প্রকাশিত প্রেমে বর্ধিষ্ণু প্রেমিক?
কালক্রমে হয়ে ওঠে ভালোবাসা পাঠ্য,
শয়নে স্বপনে দেখি, - শ্রীরাধার চরণ।

স্বপ্ন দেখি

সুশান্ত কুমার দে

স্বপ্ন দেখি এ বাংলার সবুজ বীথি বন,
যেথা ঐ নিত্য শুনি, পাখির গুঞ্জন।
স্বপ্ন দেখি এ বাংলার হাজার নদী নালা,
যার হৃদে কানায় কানায় শান্তি সুধা ঢালা।
স্বপ্ন দেখি এ বাংলার হরেক ফুল ফল,
যার সুবাসে পাগল করে ঘোরে অলির দল।
স্বপ্ন দেখি এ বাংলার ছোট্ট সোনার গাঁ,
যেথা ঐ রবি শশী নিত্য দোলায় পা।
স্বপ্ন দেখি এ বাংলার বীর সেনাদের কথা
জীবন ভরে যারা লড়ে এনেছে স্বাধীনতা।

নিদারুণ অবহেলা

শামীমা খালিদ শাম্মী

অবহেলা অবহেলা অবহেলা
এক আকাশ অবহেলা,নিদারুণ যন্ত্রণা,
বেঁচে আছি বেদনার সঙ্গী হয়ে
অবকুণ্ঠিত কষ্টে এক আলোহীন শূন্যে,
কি নিদারুণ অন্তর্দহন?
কিসে খুঁজে যাই আমায় ভালোবাসায়
নাকি অবহেলায় এমনি অবলীলায়।

আকুল বাসনা অহর্নিশ জ্বলে হৃদয়ে
তীলে তীলে নিজেকে উজার করা ভালোবাসায়
বিনিময়ে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্যতা আর করুণা,
অপেক্ষার শেষ সীমানা তবুও হেরে যাওয়া,
অর্ধেক আশা অর্ধেক প্রতিক্ষায়
মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে লীন হওয়া।

সব কিছু সওয়া যায়, অবহেলা কখনোই নয়
ভালোবেসে মরা যায়, অসম্মান নয়,
ক্রমাগত হারিয়ে ফেলা অস্তিত্ব
পেতে চায় মৃত্যুর আলিঙ্গন, সাধের মরণ
অবহেলায় হারিয়ে যাওয়া নিরুদ্দেশ,
শুধু নিরবে চোখের জল হয় সম্বল
তাই থাকতে মানুষ কর অবলম্বন।

মানুষ

কিশলয় গুপ্ত

মানুষ আসে, মানুষ যায়
অভিজ্ঞতা হাত বাড়ায়
হাসিমুখে কাছের মানুষ
বাস করে অন্য পাড়ায়।

মানুষ আসে, মানুষ যায়
বুকের গানটা সুর ছাড়ায়
সুখের কথায় কাছের মানুষ
আঁধার খোঁজে,লেজ নাড়ায়।

মানুষ আসে, মানুষ যায়
হাতের বাঁধন সুযোগ চায়
ভাতের স্বপ্ন লগ্ন ভোলে
রাতের মোহ বালিশ পায়।

মানুষ আসে, মানুষ যায়
আত্মারা সব চোর তাড়ায়
প্রেম দেখিয়ে কাছের মানুষ
আঘাত করে শিরদাঁড়ায়।

কৃষ্ণবর্ণ ধূপ

এস ডি সুব্রত

মিথ্যে কুহকে মজে মন
আশার ছলনে ভুলে সত্য ও সুন্দর
বেদনা কেবলি অনিমেষ
হৃদয় পুড়িয়ে জ্বলে সদা
কৃষ্ণবর্ণ ধূপ
দুঃখ সদা অনিঃশেষ
ডানভাঙা পাখির মতো
পথ চলি একা
ব্যাথার রাগিনী হয়নাকো অবশেষ।

গ্রামের মোড়ল

শাহজালাল সুজন

গ্রামের মোড়ল রহিম মিয়া
ভাবটা তাঁর যে বেশি,
উঁচু মাথায় চলে সদাই
দেখায় শক্তি পেশী।

পান মুখেতে বিচার শালিশ
স্বার্থ নিয়ে করে,
উভয় পক্ষে তাল মিলিয়ে
অর্থে ঝুলি ভরে,

টাকা ছাড়া কয় না কথা
মোড়ল রহিম বাবু,
পেট চলে তাঁর হাঁটার আগে
দিন শেষেতে কাবু।

ঘুষের টাকায় দ্বিতল বাড়ি
গড়ে তুলছে দেখি,
সাদা পোশাক গাঁয়ে দিয়ে
বিচার কাজে মেকি।

খারাপ বলে সকল লোকে
ঘুষখোর নামে ডাকে,
গায়ের চামড়া দাঁত নড়বড়ে
চুল নিয়েছে টাকে।

তপস

সলিল রায়

দশাননের তপশ্চর্য্যার সুফল, রুদ্রের বর দানে,
অথচ অত্যয় হল তাঁর, আমিত্ব আস্ফালনে !

তেমনই এ কোন তপস্যা! যাতে হনন হল জনপদে,
সাতশত অন্নদাতা সেই আমিত্বেরই দম্ভ প্রকাশে।

এ কোন বিষ্ণুর স্বয়ম্ভূ অবতার,
চালাও তন্ত্র, অভুক্ত অশক্ত মানুষের বিরুদ্ধ প্রচার।

জাগো, ওঠোহে নিষুতি বদ্ধ মানুষ, করো যুথ বদ্ধতা,
তোমারই নিজ কল্যাণে আনো তপস্যায় মগ্নতা,

পাবে সুফল, জেনো নিশ্চয়, করো পরিহার
সব আমি সত্তা।।

অর্থ সমূহ: (কবিতার অংশ বহির্ভূত)

তপস -- ভারতীয় দর্শনে যোগের ধারণা
তপশ্চর্যা ---- তপ: সাধনা
অত্যয় ----- মৃত্যু , বিনাশ
স্বয়ম্ভূ ---- স্বয়ং সৃষ্ট
নিষুতি -- গভীর রাতের নিদ্রা

লাঞ্ছিত ভাঙ্গা রথে

কোমল দাস

সীমাহীন মেঘ যাতনা পোহাই হৃদয়ের নিজ ঘরে
বিধি যে স্বয়ং যাতনা দিয়েছে কোজাগরী অন্তরে,
যখন জোনাকি আলোকিত করে তপ্ত আঁধার রাত
তখন আমার ইচ্ছেরা হাঁটে হাতে ধরে তার হাত।

কিবা আসে যায় রজনীর তাতে তুচ্ছ এ আলো দেখে
তেমনি ইচ্ছে বুকেতে আমার রেখেছি আমি যে মেখে,
কখনো আমার ইচ্ছেরা হাঁটে নিস্ফল মরু পথে
অথচ বোঝেনা ভাগ্যের চাকা লাঞ্ছিত ভরা রথে।

ওগো দয়াময় ক্ষমা করে মোরে টেনে নাও বুকে আজ,
নইলে আমার আছে কি সাধ্য করবো তোমার কাজ?

তবুও ভালোবাসি

মমতা মজুমদার

দিন চলে যায়,
সময়ের উদাস ছোঁয়ায় রাত হয় নিকষ কালো!
ভোরের আলো ফোটে পূর্বাকাশে, রক্তিম রূপে
পৃথিবী আলোময় করে ফের হয় দিন;
বসন্তে ফোটে পলাশ শিমুল আর নানানরকম ফুল।
রংহীন জীবনে তুমি আর আমি রয়েছি অচিনপুর।
মনে পড়ে, মাধবীলতায় মুড়ে তুমি দিয়েছিলে চিঠি।
ফাল্গুনী হাওয়ায় উড়ে উড়ে দোল তোলা মনে;
ভালোবাসার কথা লিখেছ তোমার আপন হাতে।
ভালোবেসে পাশে থাকবে বলেছ আজীবন।
হারিয়ে গেলে দূরে কোথায়, জানি না কোন সে কারণ!
সন্ধ্যা নামে দু-চোখের পাতায় এখনো তা ভাবলে।
ভুলে গেলে সে-ই কত না রঙিন দিনগুলো?
ভালো কী আছো স্বার্থের পিছে ছুটে ছুটে বহুদূর?
যেথায় থাকো, চাই তবুও সুখী হও তুমি রোজ।
ভালোবাসি বলতে দ্বিধা নেই, হে প্রিয় অমানুষ।
ঘৃণা তোমায় করবো, সে মানসিকতা কখনো
আমার না হোক।

রং বিহীন এক সং

সমীর কুমার ভৌমিক

আজ বসন্তে ছিলেম আমি
তোমার থেকে দূরে,
ফিরতেছিলেম তোমার লাগি
আপন অন্ত:পুরে!

রং বসন্তের পথ ছাড়িয়ে
এলেম ভেবে ঘরে,
জানি তুমি রং ভরিয়ে
দেবে আপন করে !

বসন্ত দ্বার খুলে রেখে
মাখলে কোথায় রং!
আমিই কেবল বসন্তহীন
রং বিহীন এক সং !

দিইনি কারেও রং দিতে এই
শরীর, বুকে,মুখে।
ভেবেছিলেম তোমার হাতেই
মাখবো সে রঙ সুখে!

এসে দেখি তোমার শরীর
রঙে ভিজে আছে !
দিইনি যখন আমি সে রং
কেউ তো দিয়ে গেছে!

মনের ভিতর হু হু বাতাস
ছিন্ন রঙের মালা
তোমার না হয় বসন্তদিন
আমার বুকেই জ্বালা!

বসন্ত মেলা

সারমিন চৌধুরী

এলো বসন্ত শীতের আবেশে
কোকিলের কুহু তানে,
বৃক্ষশাখে নব কিশলয় জন্মে
পত্রকার বিহীন স্থানে।

ফুল ফুটে হিজলতলী কাননে
বসন্তের শুভ আগমনে,
অলিকুল উড়েছে ফুলে ফুলে
মিষ্টি মধুর অন্বেষণে।

নীলাকাশে মেঘবতী যায় ভেসে
ফাগুন রাঙা বসন্তে,
আবিরের রঙিন পলাশ শিমুল
শুভিত দিক দিগন্তে।

ফাগুনের উৎসব বসে বটতলায়
ধলচিতের হোলি খেলা,
দোলের বেদীতে আবির ঢালছে
নানাস্থানে বসন্ত মেলা।

সব কিছু বদলে যাবে কি?

সাহেব মান্না

এত আশা কি জন্য?
সব কিছু বদলে যাবে কি?
কোন সুদিন দেখছি না
দিনগুলি সব একঘেয়েমি,
সব আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়েছে।
দীর্ঘদিনের পুরানো পৃথিবীর
ডাইরির পাতা কান্নায় ভরে ওঠে।
প্রতিদিন কত স্বপ্ন মৃত্যুর কোলে
তিল তিল করে ঢলে পড়ছে।

এত আশা কি জন্য?
সব কিছু বদলে যাবে কি?
হিংসার আগুন জন্মতে সৃষ্টি হচ্ছে,
কোন ধৈর্য নেই,অশান্তি চারিদিকে।
স্বপ্নের বীজ বপনের কেউ নেই,
বিষাদ জগতের কঙ্কাল
আনাচে কানাচে ছড়িয়ে গেছে।

এত আশা কি জন্য?
সব কিছু বদলে যাবে কি?
এই অন্ধকারের স্বপ্নহীন দিনে,
একটা নতুন সূর্যকে প্রখর তেজে
মহাবিশ্বে সৃষ্টি হতে দেখতে চাই।
যার আলোক রশ্মিতে অর্ধমৃত
পৃথিবীর প্রাণ পুনঃসঞ্চার হবে।

প্রাণের প্রিয়

লাবনী খানম

তোমারে পেয়েছি সুখেতে ভেসেছি
যাইবো নতুন দেশে,
যেও না গো ফেলে কভু অবহেলে
এসো গো বীরের বেশে।

তুমি যেন প্রিয়ে বলে মোর হিয়ে
ছিলে কেন তুমি দূরে?
মরমে মরেছি প্রেমে যে পড়েছি
গান গাই এক সুরে।

তোমারে লইয়া ভাসাবো তরণী
কল্পনায় যায় ভাসি,
মায়াবী নয়ন করেছি চয়ন
ঠোঁটে যে মিষ্টি হাসি।

শত জনমের প্রিয় যে আমার
বিধাতার দান বুঝি,
দিবস-রজনী শয়নে -স্বপণে
তাই তো তোমারে খুঁজি।

এসো হে সুজন করিবো যতন
মমতার ছায় রাখি,
ভালোবাসা আছে অন্তর মাঝে
আঁচলে রাখিবো ঢাকি।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

মুখ্যমন্ত্রীকে অসংসদীয় মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ বুধবার প্রাতভ্রমণে বের হন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সেখানে তিনি বলেন, আমার বক্তব্য নিয়ে বির্তক প্রথম বার নয়। যে ভনিতা করে, অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবার আমি যা বক্তব্য রেখেছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার সমন্ধে আমার ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, কোনও ক্লেশ নেই। কোন দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু উনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য বার বার দিয়েছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন আমি তার বিরুদ্ধে বলেছি এবং প্রশ্ন করেছি, প্রতিবাদ করেছি। আমার ভাষার শব্দ চয়ন নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে, আমার পার্টিরও আপত্তি আছে, অন্যরাও বলেছে। যদি তাই হয় তাহলে আমি দুঃখিত। দিলীপ আরও বলেন, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টির এক নেতা, তারই পরিবারের এক নেতা কাঁথিতে দাঁড়িয়ে আমার দলের নেতাকে, তাঁর পরিবারকে, তাঁর বাবাকে এর থেকেও খারাপ ভাষায়, কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করবে। সেখানে কেন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলছে না। টিএমসি কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কেউ কিছু বলছে না। শুভেন্দু অধিকারীর বাবা একজন বাংলার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। তাঁকে অপমান করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীকে অপমান করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী পুরুষ বলে অপমান করা হবে। তার কোনও সম্মান নাই। একজন মহিলা যা খুশী বলবে। কেবল মহিলা কার্ড ব্যবহার করা হবে। আমি তারই প্রতিবাদ করেছি।বুধবার বর্ধমানের টাউন হলের মাঠে বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দিলীপ ঘোষ হাঁটেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তারপর তিনি চায়ে পে চর্চায় অংশ নেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জেতার বিষয়ে চরম আশাবাদী দিলীপ। তিনি বলেন, হাওয়া ঘুরছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে ভোটের ফল কী হবে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার নিন্দা করে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে শো-কজ নোটিস দেওয়া হয়েছে দিলীপকে। বিজেপির মহাসচিব অরুণ সিং স্বাক্ষরিত শো-কজ নোটিসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দিলীপের মন্তব্যের নিন্দা করে বলা হয়েছে, মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আপনার আজকের বক্তব্য অশোভনীয় এবং অসংসদীয়।

এই সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা লাফিয়ে ছোঁবে ৩৬ ডিগ্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ মার্চ মাসেই ৩৬ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে তাপমাত্রার পারদ! এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তরবঙ্গে চলতে পারে বৃষ্টিপাত। বাংলাদেশ এবং অসমে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। পাশাপাশি একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা মধ্যপ্রদেশ থেকে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টিপাতের দরুন তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই কম। কিন্তু, এবার ধীরে ধীরে গরমের দাপট বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতেই বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। এবার ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। হাওয়া অফিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সপ্তাহেই কলকাতার তাপমাত্রার পারদ ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। বুধবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫৩ শতাংশ। বুধবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫৩ শতাংশ। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ এই জানিয়ে দেওয়া হয় এবার অর্থাৎ ২০২৪ সালে এলনিনোর প্রভাবে চরম শুকনো গরম পড়ার সম্ভাবনা। যা আমাদের পক্ষে সহ্য করা বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠবে।

শুরু হল চিটফান্ডের ৯০০ কোটি টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ সেই কঠিন সময় অনেকেই খুইয়েছিলেন শেষ সম্বল। একটু বেশি লাভের আশায় ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য সঞ্চয় করছিলেন, কেউ আবার সন্তানের পড়াশোনার পুঁজি জমাতে। কিন্তু সবটাই গিয়েছিল। রাজ্য জুড়ে হাহাকার পড়ে যায়। অনেকে আত্মহননের পথও বেছে নেন। এবার কমিশনের তত্ত্বাবধানে রোজভ্যালি চিটফাণ্ডে প্রতারিতদের আমানত ফেরানোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের প্রথম দিকেই আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এবার খোলা হল ওয়েবসাইট। আমানতকারীদের উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ-সহ আবেদন জানাতে হবে। আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দিলীপ শেঠের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছিল একটি কমিশন। হাইকোর্ট টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট গঠন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, সেই ওয়েবসাইট গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছরের শেষের দিকেই। একটি বেসরকারি সংস্থাকে তার বরাত দেওয়া হয়। সেই ওয়েবসাইট এবার চালু হয়ে গিয়েছে। সেখানেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে আমানতকারীদের। জানা গিয়েছে, রোজভ্যালিতে টাকা রেখেছিলেন প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ। আর তাঁদের মোট আমানতের অঙ্কটা ছিল তিন হাজার কোটির আশেপাশে। রোজভ্যালির যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকার মতো। পাশাপাশি নগদ রয়েছে ৮০০ কোটি। তবে সূত্রের খবর, কোনও আমানতকারীরা যে পুরোটাই টাকা ফেরত পাবেন, এমনটা নাও হতে পারে। তবে কত টাকার আমানতের বিনিময়ে কত টাকা ফেরত পাবেন, তা আগে হিসাব করে দেখবে কমিশন। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে প্রথম সারদা কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ্যে আসে। সেই কেলেঙ্কারির সীমা রাজ্য পেরিয়ে রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। তার দুর্নীতির তদন্তেই উঠে আসে আরেক চিট ফান্ড রোজভ্যালির কেলেঙ্কারি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইডি-সিবিআই তদন্তে নামে। অভিযুক্ত দুই সংস্থার কর্ণধারদের গ্রেফতার করে। রোজভ্যালি-সারদার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ভেজা চোখে শ্রদ্ধা স্বামী স্মরণানন্দকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ গত মঙ্গলবার সন্ধেয় ৮টা ১৪ মিনিট নাগাদ রামকৃষ্ণলোক গমন করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। বেলুড় মঠের সংস্কৃতি ভবন অডিটোরিয়ামে প্রয়াত স্মরাণানন্দকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মানুষজন। রাত সাড়ে আটটায় অন্তিম সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। টানা ২৩ দিন তিনি ভেন্টিলেশন সাপোর্টেই ছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মহারাজকে দেখতে। ১৯৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। ২০০৭-এ সহ অধ্যক্ষ হন, এর পরে ২০১৭ সালে স্বামী

আত্মস্থানন্দের প্রয়াণের পরে ওই বছরের ১৭ জুলাই মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন স্বামী স্মরণানন্দ। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে শেষ রাত থেকেই বেলুরমঠে আসতে শুরু করেন ভক্তরা। বুধবার সারা দিন ধরে ভেজা চোখে শেষ শ্রদ্ধা জানান ভক্তরা।

সল্টলেকে খুনের ঘটনায় রহস্যের জট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ সাত সকালে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল সল্টলেকে। বিধান নগরের জি সি ব্লকের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধার দেহ। বাড়ির ভিতর থেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তাঁর স্বামীকে। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন বিধান নগরের পুলিশ কমিশনার। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। বাড়ির ঠিকানা হল জি সি ৩০। বৃদ্ধ দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতে থাকতেন। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। হত্যা না আত্মহত্যা- তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বুধবার সকালে পরিচারিকা বাড়িতে প্রবেশ করেই চমকে যান। দেখেন ডাইনিং রুমে পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধ। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। তারপর একটু এগিয়েই দেখেন বাথরুমে পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। তাঁর শরীরও রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এরপরই লোকজন ডাকেন পরিচারিকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। বৃদ্ধা মন্দিরা মিত্রকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে তাঁর দেহ। তবে তাঁর স্বামী যদুনাথ মিত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পুলিশকেও স্ক্যানারে রাখতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ ভোট পূর্ববর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যপালের কাছে নালিশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। ফের একবার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে তুললেন প্রশ্ন। এদিন পিংলায় মৃত দলীয় কর্মী শান্তনু ঘোড়ুইয়ের পরিবারকে সঙ্গে করে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। সঙ্গে ক্যানিং পূর্বের আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের কথাও বলেন তিনি। রাজ্যপালকে কাছে পিংলা-ক্যানিংয়ে যাওয়ার অনুরোধও করেন শুভেন্দু। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভও উগরে দেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, "পিংলায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী শান্তনু ঘোড়ুইকে খুন করা হয়েছে। ওর দাদা বুথ সভাপতি। তাঁকে খুন করা হয়েছে। প্রথমে এফআইআর নিতে চায়নি পুলিশ। পরে বিক্ষোভের ফলে এফআইআরটা নিয়েছেন। পোস্টমর্টেম করেছে গায়ের জোরে। আজ পুলিশ বলছে জলে ডুবে মৃত্যু। কিন্তু, দেহ উদ্ধার হয় মাঠ থেকে।" এরপরই ক্যানিংয়ের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, "ক্যানিংয়ে শওকত মোল্লার ঘনিষ্ঠ হোসেন শেখের নেতৃত্বে ৩০ জন বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। তারমধ্যে তিনজন কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ওখানেও এফআইআর নেওয়া হয়নি। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।" শুভেন্দুর সাফ কথা, "জঙ্গলরাজ চলছে। ডিজির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উনি সময় দেননি। আমরা রাজ্যপালকে বলেছি আপনি শান্তনুর বাড়ি যান। ক্যানিং যান।" শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শান্তনুর মা পদ্মাবতী ঘোড়ুইও। তিনি বলেন, "বিজেপি করত বলে আমার ছেলেকে প্রাণ দিতে হল। মোদী যেদিন থেকে ক্ষমতায় সেদিন থেকে আমার ছেলে বিজেপিতে ছিল। তৃণমূলের লোকজনই মেরে ফেলেছে ওকে। যাঁরা মেরেছে ওদের নাম পুলিশকে দিয়েছি। ঘটনার পর থেকে আমরা খুবই আতঙ্কে আছি। হুমকিও আসছে বাড়িতে। রাজ্যপালকে সব জানিয়েছি। রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের পাশে থাকবেন। পিংলাতেও আসবেন বলেছেন।" গত বিধানসভা ভোটে ব্যবহার করা হয়েছিল এক হাজার কোম্পানিরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু বাহিনীর ব্যবহার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। এবারও দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি বাহিনী বঙ্গে ভোটের ডিউটিতে থাকবে এমন তথ্য সামনে এসেছে। এরপরেই বিরোধীরা দাবি তুলেছে, রেকর্ড সংখ্যক বাহিনীকে যেন যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়। সেই দাবি মেনে নতুন ব্যবস্থা নিতে চলেছে কমিশন। কোথায়, কত বাহিনী কখন রুটমার্চ করছে, রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে আম ভোটারেরাও তা জানতে পারবেন। যদি সেই তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল না থাকে, তা হলে কমিশনের কাছে সেই বিষয়ে সরাসরি অভিযোগও জানানো যাবে।

ক্রীড়া-সংবাদ

'সত্যিকারের অ্যাথলেট বানিয়েছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ বিরাট কোহলির বয়স ৩৬ চলছে। এই বয়সে অনেকেই অবসরে চলে যান। কিন্তু কোহলির ফিটনেসের মাত্রা দেখলে মনে হয়, এখনো তিনি ২০ বছরের তরুণ; চাইলে যত দিন ইচ্ছা, তত দিন খেলতে পারেন। পারিবারিক কারণে ২ মাস ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন কোহলি। ছুটি কাটিয়ে ফিরেছেন আইপিএল দিয়ে। ২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে খুব একটা ভালো করতে না পারলেও (২০ বলে ২১ রান) গতকাল রাতে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ৪৯ বলে ৭৭ রানের ইনিংস উপহার দিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও পেয়েছে এবারের আসরের প্রথম জয়। ব্যাটিংয়ের সময় যখন বাউন্ডারি বের করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন ১ রানকে ২ রান বানানো কিংবা প্রতিপক্ষ ফিল্ডারদের প্রতিনিয়ত চাপে রাখা কোহলির অভ্যাস। ভারতের এই ব্যাটিং জিনিয়াস গতকালও সেই কাজ করেছেন। পাশাপাশি বাউন্ডারি লাইনে দুর্দান্ত কয়েকটি ফিল্ডিং করে বেশ কিছু রান বাঁচিয়েছেন। এই বয়সেও কোহলির এমন নিবেদন ও ফিটনেস দেখে বিস্মিত কেভিন পিটারসেন। ইংল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান ও কোহলির একসময়ের বেঙ্গালুরু সতীর্থ পিটারসেন মনে করেন, অসাধারণ ফিটনেসের কারণে কোহলি ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি দেশটির ক্রিকেটারদের অ্যাথলেটে পরিণত করছেন। ম্যাচ শেষে স্টার স্পোর্টসকে পিটারসেন বলেন, 'একটা জিনিস সবাই মনে রাখবে এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে সে সবচেয়ে বড় স্মৃতি তৈরি করবে, তা হলো ইনিংস শেষ করা এবং সর্বকালের সেরা ফিনিশার হওয়া। সে ভারতের ক্রিকেটের জন্য আরেকটি কাজ করেছে। তা হলো ভারতীয় ক্রিকেটারদের সে সত্যিকারের অ্যাথলেটে পরিণত করেছে এবং সে শুধু কথার কথা বলেনি, করেও দেখিয়েছে।' মাঠে কোহলির ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে পিটারসেন বলেন, 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেটের সময় ওর নিবেদন ও শক্তি দেখলে সেরা হতে চাওয়ার ইচ্ছা সম্পর্কে বোঝা যায় এবং সে আসলেই সেরা। ওর সেরা হতে চাওয়ার ব্যাপারটা মাঠে নামার আগে থেকেই শুরু হয়। সেটা ডায়েটের মাধ্যমে, জিমে প্রচুর ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে এবং (আরও অনেক কিছু) বিসর্জনের মাধ্যমে। ওর অধীনে খেলা খেলোয়াড়েরা এগুলোই অনুসরণ করে, ওর এই গুণগুলো দেখে। সে যা করেছে, তার কারণেই ভারতের ক্রিকেটে পরিবর্তন এসেছে।' ম্যাচের ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে পিটারসেন বলেছেন, 'বিশ্বকাপ হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিউইয়র্কে। সেখানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়াতে আপনি কোহলির মতো কাউকে দলে চাইবেন।'

অধিনায়ক হতে পারেন বাবর আজম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ ভারতে গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর অনেকটা জোর করেই অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমকে। এর আগপর্যন্ত পাকিস্তানের তিন সংস্করণেই অধিনায়ক ছিলেন। বাবরকে সরিয়ে টি-টোয়েন্টিতে শাহিন শাহ আফ্রিদি ও টেস্টে শান মাসুদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় এক বছর পাকিস্তানের কোনো ওয়ানডেতে নেই বলে তখন ওয়ানডের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়নি। ঘোষণা করা হয়নি এখনো। এখন শোনা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাবর নাকি আবার পাকিস্তানের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে ফিরতে পারেন। খবরটি জানিয়েছে পাকিস্তানের ওয়েবসাইট ক্রিকেট পাকিস্তান। এর আগে এই ওয়েবসাইটই অধিনায়ক আফ্রিদির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কথা জানিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে আফ্রিদির জায়গায় নতুন অধিনায়ক হিসেবে মোহাম্মদ রিজওয়ানের নাম শোনা গিয়েছিল। তবে ক্রিকেট পাকিস্তানের তথ্য সঠিক হলে পিসিবি আরও একবার বাবরের ওপর ভরসা রাখতে চাইছে। যদিও বাবর এখনো তাঁর মতামত জানাননি বলেই খবর। এর আগে তাঁকে যেভাবে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে আবার অধিনায়ক হতে বাবরের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকাই স্বাভাবিক। বাবর নাকি বোর্ডের কাছে কিছু বিষয়ের নিশ্চয়তা চাইছেন। এখন পর্যন্ত আফ্রিদির অধীন পাকিস্তান খেলেছে মাত্র একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাতে ৪-১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আফ্রিদির নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়ে পিএসএলে আফ্রিদির দলের ভরাডুবির পর। আগের দুই মৌসুমে লাহোর কালান্দার্সকে শিরোপা জেতানো আফ্রিদির ওপর এবারও ভরসা করেছিল পিসিবি। আফ্রিদির দল আট ম্যাচের মধ্যে জিততে পেরেছে মাত্র একটি।

এমসিজিতে ঘুচছে ৭৬ বছরের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ ৭৬ বছরের অপেক্ষার পর ক্রিকেটের ঐতিহাসিক ভেন্যু এমসিজিতে (মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড) অবশেষে হতে যাচ্ছে মেয়েদের আরেকটি টেস্ট। আগামী বছর অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এ মাঠে দিবারাত্রির চার দিনের একটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া নারী দল। মেয়েদের প্রথম টেস্ট সিরিজের ৯০ বছর উপলক্ষে আয়োজন করা হচ্ছে এ ম্যাচ। ১৯৩৪ সালে ইতিহাসের প্রথম নারী টেস্ট সিরিজে খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। আর এমসিজিতে সর্বশেষ মেয়েদের টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। সেবারও ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার চার দিনের ম্যাচটি শুরু হবে ৩০ জানুয়ারি। এমনিতে মেয়েদের অ্যাশেজ হয় তিন সংস্করণেই। টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে ও টেস্ট ম্যাচের মিলিত পয়েন্টের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় জয়ী দল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সর্বশেষ দুটি অ্যাশেজের টেস্টগুলো হয়েছিল নর্থ সিডনি ওভাল ও ক্যানবেরায়। মেয়েদের অ্যাশেজের ম্যাচগুলো বড় মাঠগুলোতে আয়োজনের প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ২০২০ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্মরণীয় ফাইনালের পর এমসিজিতে মেয়েদের কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়নি। অবশ্য এ সময়ে হয়েছে মেয়েদের বিগ ব্যাশের ম্যাচ। এমসিজিতে টেস্ট খেলার তাৎপর্যটা বুঝতে পারছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার এলিস পেরি, 'অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের এমন তাৎপর্যপূর্ণ এক ভেন্যুতে খেলতে পারা দারুণ সুযোগ। সেটিও আবার অ্যাশেজ সিরিজের মতো বড় একটা উপলক্ষে। আমার মনে হয়, আমরা সবাই সূচি দেখার পর ভেবেছি—কী দারুণ একটা সুযোগ! আর ক্রিকেটের জন্য দারুণ সম্ভাবনাময় একটা ব্যাপার।' অবশ্য এমন উপলক্ষের মাঝে তৈরি হয়েছে মেয়েদের টেস্টের দৈর্ঘ্য নিয়ে বিতর্কও। চার দিন নাকি পাঁচ দিনের হওয়া উচিত, সে আলোচনাও উঠেছে আরেকবার। সর্বশেষ অ্যাশেজের টেস্টটি ট্রেন্ট ব্রিজে হয়েছিল চার দিনের, যেটি জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

দি মারিয়ার হত্যার হুমকি পাওয়া 'সিরিয়াস'ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি মাথায় নিয়ে কোস্টারিকার বিপক্ষে আজ প্রীতি ম্যাচটি খেলেছেন আনহেল দি মারিয়া। আর্জেন্টিনার ৩-১ গোলে জয়ে দলকে সমতায় ফেরানোর গোলটিও তাঁর। ম্যাচ শেষে দি মারিয়ার হুমকি পাওয়া নিয়ে কথা বলেছেন আর্জেন্টিনা দলের মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। বার্তা সংস্থা রয়টার্স আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে গতকাল জানিয়েছে, দি মারিয়া রোজারিওতে ফিরলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা। পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায় খেলা দি মারিয়া গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন, ছেলেবেলার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে খেলে ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান। ওই ঘোষণার পরই দি মারিয়াকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা। মেসি ও দি মারিয়ার জন্মশহর রোজারিও। মাদক-সংক্রান্ত সহিংসতার জন্যও আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলীয় এ শহরের কুখ্যাতি আছে। কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে দি পল বলেন, 'সকালে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম; কারণ, আগেভাগেই (ঘুম থেকে) উঠতে হয়েছে। অবশ্যই নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত যেসব কথা হয়েছে, সেসব আমি বলব না। কিন্তু তাকে (দি মারিয়া) দেখে খুব আবেগপ্রবণ ও অশ্রুসজল মনে হয়েছে।' ২০২২ বিশ্বকাপে মেসি-দি পল-দি মারিয়ারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে আর্জেন্টিনাকে শিরোপা জিতিয়েছেন। আর দি মারিয়া ১৬ বছর ধরে সেবা দিচ্ছেন জাতীয় দলকে, এই পথে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন জাতীয় দলের অন্যতম তারকা হিসেবেও। এমন এক খেলোয়াড় যখন নিজের দেশে ফেরার ব্যাপারে দেশ থেকেই হুমকি পান, তখন দুঃখ তো লাগেই! সতীর্থ এমন পরিস্থিতিতে পড়ায় তাই দি পলও কষ্ট পেয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে বললেন সে কথা, 'কারও যদি নিজ দেশে ফিরতে চেয়ে বাধাগ্রস্ত না হওয়ার অধিকার থাকে, সেটা দি মারিয়ার আছে। খুব খারাপ লাগছে যে আমাদের দেশে এসব ঘটে।' দি পল ঘটনাটিকে হালকা ভেবে উড়িয়ে দিচ্ছেন না, 'কী ঘটেছে আমি জানি আর ব্যাপারটা আমার কাছে সিরিয়াস বলেই মনে হচ্ছে।'

আয়োজনে রাজি সিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছা পুনরায় জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। তবে এ বিষয়ে একটি 'যদি' রেখে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। সেটা হলো, ভবিষ্যতে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) যদি নিজেদের মধ্যে খেলতে রাজি হয়—শুধু তাহলেই নিজেদের এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারবে সিএ। চলতি বছরের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকবে ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সিএ-এর ঘোষণা করা আগামী গ্রীষ্মকালীন ঘরোয়া মৌসুমের সূচি অনুযায়ী, এ বছর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৮ নভেম্বর এই দুটি সিরিজ শেষ হওয়ার চার দিন পর শুরু হবে (২২ নভেম্বর) অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ায় দুই দলের এবারের সফরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। ২০১২-১৩ মৌসুমে সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্কের দুই প্রতিবেশী দেশ তার পর থেকে শুধু আইসিসির বৈশ্বিক ইভেন্টেই একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল সিএ। শেষ বলে নিষ্পত্তি হওয়া সে ম্যাচে দর্শকসংখ্যা ছিল ৯০,২৯৩ জন। এমসিজির পরিচালকমণ্ডলী (মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব), সিএ এবং ভিক্টোরিয়ান সরকার এমসিজিতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছা ২০২২ সালের ডিসেম্বরেই জানিয়েছে। গতকাল এমসিজিতে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া মৌসুমের সূচি ঘোষণার সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছার কথা আবারও বলেন সিএর প্রধান নির্বাহী নিক হকলি। তাঁর ভাষায়, 'আমার মনে হয় এমসিজিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এটা অন্যতম সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে এবং সেটি শুধু খেলাধুলার দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়। লোকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে চায়। সুযোগ পেলে আমরা এটা (ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ) আয়োজন করতে চাই। কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকলে আমরা সেই ভূমিকাটা রাখতে চাই।' খেলাধুলার সূচিবিষয়ক সিএ প্রধান পিটার রোচ গত মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজনের ইচ্ছাও তাঁদের আছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এ দুটি দলকে নিয়ে সর্বশেষ ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজিত হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে। তবে চলতি ভবিষ্যৎ সফরসূচিতে (এফটিপি) সেই সুযোগ নেই বলেও জানিয়েছেন পিটার রোচ, 'এফটিপিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ নেই। সমর্থকদের মাঠে টেনে আনবে, ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আমরা নিতে চাই। এটা বলাই যায় যে পৃথিবীর সব দেশই চায় তাদের মাটিতে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হোক। আমরা সেসব দেশের একটি, যারা এই প্রশ্নটি তুলেছি। তবে এই মুহূর্তে সূচিতে সে সুযোগ নেই।'

বক্স অফিস

তিরধনুক চালানো শিখছেন রণবীর কাপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ কয়েকদিন আগে রটে গিয়েছিল রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' ছবির প্রযোজক নাকি বেপাত্তা। ছবির শুটিং শুরু হওয়ার আগেই নাকি সব দায়িত্ব ঝেরে ফেলে চম্পট দিয়েছেন তিনি। এমনকী, শোনা গিয়েছিল 'রামায়ণ' ছবির নাকি ভবিষ্যত অন্ধকারে। তবে মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় রণবীরের একটি ছবি ভাইরাল হতেই, টের পাওয়া গেল প্রযোজক পালানোর গল্প মোটেই সত্যি নয়। কেননা, রণবীর এখন দিনের বেশিরভাগ সময়টাই দিচ্ছেন 'রাম' অবতারে নিজেকে তৈরি করার জন্য। ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা যাক বরং। রণবীর এখন তিরন্দাজি শিখতে ব্যস্ত রয়েছেন। রোজই নাকি সাত থেকে আট ঘণ্টা জিমে আর্চারি শিখছেন। রণবীরকে যিনি তিরধনুক চালানো শেখাচ্ছেন, সেই ট্রেনারই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন রণবীরের ছবি। ট্রেনারের কথায়, রামের অবতারের জন্য কোনওরকম ফাঁক রাখছেন না রণবীর। নীতিশ তিওয়ারির ফ্রেমে বলিউড এবং দক্ষিণী সিনেইন্ডাস্ট্রির মিশেলে কাস্টিংয়ে একটা বড় চমক অপেক্ষা করছে। গতবছর 'আদিপুরুষ' ঝড়ের মাঝেই রণবীর কাপুরের রাম হওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। তবে বাকি কাস্টিং নিয়ে ধন্দ ছিল! পরে শোনা গেল, রাবণের চরিত্রে দেখা যাবে কেজিএফ তারকা যশকে। অন্যদিকে হনুমানের ভূমিকায় বলিপাড়ার সানি দেওলকে চূড়ান্ত করেছেন নির্মাতারা। নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এ খ্যাতনামা দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতিকে দেখা যাবে বিভীষণের চরিত্রে। 'জওয়ান', 'মেরি ক্রিসমাস' সিনেমার পর থেকে সেতুপতি হিন্দি ছবির দর্শকদের কাছেও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। ইতিমধ্যেই নীতিশের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে কথা হয়েছে সেতুপতির। যদিও সই-সাবুদ হয়নি, তবে অভিনেতা নাকি সবুজ সংকেত দিয়েছেন। এই স্টার কাস্টিং যদি চূড়ান্ত হয়, তাহলে ভারতীয় দর্শকরা যে এক অন্যতম ম্যাগনাম অপাস উপহার পেতে চলেছেন, তা বোধহয় আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। অমিতাভ বচ্চন, সানি দেওল, রণবীর কাপুর হোক বা যশ, বিজয় সেতুপতি ভারতীয় বিনোদুনিয়ায় প্রত্যেকের জনপ্রিয়তাই মারাত্মক। উপরন্তু নীতিশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, "নতুন রামায়ণ আশা করি কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানবে না।"

টিভি অভিনেত্রীর পক্ষেই রায় আদালতের

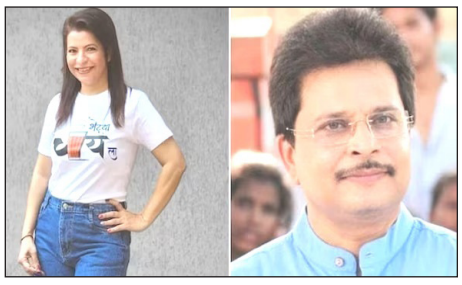

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জেনিফার মিস্ত্রি বাঁশিওয়াল। 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা' ধারাবাহিক থেকে অভিনেত্রী খ্যাতি পায়। ধারাবাহিকে জেনিফারকে মিসেস রোশন সিং সোদির ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। গত বছর টিভির ধারাবাহিকের প্রযোজক অসিত কুমার মোদীর বিরুদ্ধে নিগ্রহের অভিযোগ তোলেন জেনিফার। তারপর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন তারক মেহতা খ্যাত এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি সেই মামলারই শুনানি দেন কোর্ট। জানা গিয়েছে, মামলা জিতেছেন জেনিফার। শুধু তাই নয়, অসিত কুমার মোদীকে তাঁর অনাদায়ী বকেয়া এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা দিতে বলা হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। এবং বলেন, 'এই খবর সত্যি। আমি জিতেছি কিন্তু আমি আংশিক খুশি। রায় পাস হওয়ার ৪০ দিনেরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমি বকেয়া পরিমাণ টাকা পায়নি। আমার টাকা বকেয়া থাকার পর এক বছরেরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি এবং এখনও কোনো বিচার হয়নি।'

আলিয়ার সঙ্গেই ফের সংসার শুরুর ইচ্ছে

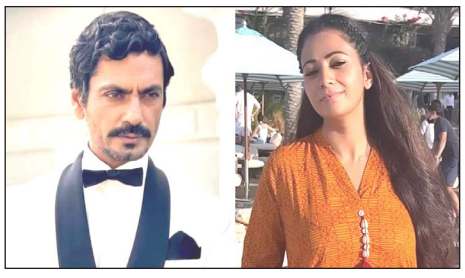

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ ফের নাকি সংসারে ফিরছেন বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। জল্পনা বলছে, যে স্ত্রীর কাছে দায়িত্বজ্ঞানহীন তকমা জুটেছিল নওয়াজের কপালে, তাঁর কাছেই ফিরতে চাইছেন নওয়াজ। অন্তত, নওয়াজের স্ত্রী আলিয়ার নতুন সোশাল মিডিয়া পোস্টেই রয়েছে এমন ইঙ্গিত। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় আলিয়া একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যে ভিডিওর ক্যাপশনে আলিয়া লিখেছেন, "১৪ বছরের বিবাহ উদযাপন করছি।" এই ভিডিওতে আলিয়ার পাশে দেখা গেল নওয়াজকেও। আলিয়ার এমন পোস্ট দেখেই জল্পনা, তাহলে বুঝি নওয়াজ ফের সংসার জীবনে আসতে চলেছেন। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী এবং আলিয়া আনন্দ পাণ্ডে ২০১০ সালে বিয়ে করেন। ২০২০ সালে, তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন দেখা দেয়। তবে এর মাঝে বহুবারই প্রকাশ্যে এসেছে নওয়াজ ও আলিয়ার তিক্ত সম্পর্ক। এমনকী, নওয়াজ সেই সময় বলেছিলেন, "আমি আর আলিয়া বহুদিন ধরেই আলাদা থাকি। এটা নতুন কিছু নয়। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদও হয়ে গিয়েছে। সন্তানরা সেটা জানে। প্রতিমাসে ১০ লক্ষ টাকা খোরপোশ দিই আমি। তবুও আমার কাছে আরও অর্থ চাইছে আলিয়া। এই টাকা পাওয়ার জন্যই নানা ভাবে আমাকে ব্ল্যাকমেল করে চলেছে।" আলিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নওয়াজের মা মেহেরুন্নিসা সিদ্দিকি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আইনি বিবাদ চলছিল শাশুড়ি-বউমার। তাই নিয়েই চরমে পৌঁছয় ঝামেলা। তারই মধ্যে আবার দ্বিতীয় সন্তানের ডিএনএ পরীক্ষার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হন নওয়াজ ঘরনি আলিয়া। দাবি, ছোট ছেলেকে নিজের সন্তান বলে মানতে নারাজ। ঝড় পেরিয়ে শেষমেশ সত্যিয় কি নওয়াজ সংসারে ফিরছেন?

টাইগারকে দিশা দেখালেন অক্ষয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ মার্চঃ কথায় আছে যা রটে তাঁর কিছু তো বটে! অভিনেতা টাইগার শ্রফের প্রেমজীবন হামেশাই থাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। থুড়ি বলা ভালো প্রেমের 'দিশা' নিয়ে আলোচনা থামে না। একটা সময় অভিনেত্রী দিশা পাটানির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছেন জ্যাকি পুত্র। দু'জনের অনস্ক্রিন রসায়ন যেমন গাঢ়, তেমনই নজরকাড়া অফ-স্ক্রিন রসায়ন। দেখলেই সকলে বলত, 'মেড অফ ইচ আদার'। কিন্তু ৬ বছরের সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় ২০২২ সালে। তারপরেও নাকি 'দিশা'তেই থিতু হয়েছেন টাইগার, এমনটাই রটনা। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন দিশার আগমন ঘটেছে। তিনি পাটানি নন, ধানুকা। নামী প্রযোজনা সংস্থার উচ্চ পদে রয়েছে দিশা ধানুকা। সেইসূত্রেই আলাপ দুজনের। এবার দিশা নিয়েই টাইগারকে বেকায়দায় ফেললেন অক্ষয় কুমার। বলিউডের খিলাড়ি কুমারের রঙিন মেজাজ কারুর অজানা নয়। বিশেষত সহ-অভিনেতার প্রেমজীবন নিয়ে হামেশাই হাটে হাঁড়ি ভাঙতে ভালোবাসেন তিনি। শীঘ্রই 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ' ছবিতে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাবে দুজনকে। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে ট্রেলার। ছবির ট্রেলার লঞ্চের মঞ্চেই বেফাঁস অক্ষয়। অক্ষয় কুমার ও টাইগারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল পরস্পরকে কী উপদেশ দিতে চান তাঁরা। ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র তথা সুপারস্টার অক্ষয়কে প্রশংসায় মুড়ে দেন টাইগার। বলেন, 'কিছু বলার দরকার নেই। ওঁনার মধ্যে কোনও খামতি নেই। ওঁনার বয়স তো দিনদিন কমছে, প্রত্যেক তরুণ অভিনেতার অনুপ্রেরণা অক্ষয় কুমার'। এত ভালো ভালো কথা শুনেও বোমা ফাটাতে ছাড়লেন না অক্ষয়। মুচকি হেসে তাঁর জবাব, 'আমি তো টাইগারকে একটা কথাই বলব, একটাই দিশায় থাকো!' অক্ষয়ের এই উপদেশ যে সহ-অভিনেতার প্রেমজীবন নিয়ে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারুর। এরপরই চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারেননি মঞ্চে উপস্থিত বাকিরা। হাসতে হাসতে টাইগারকে জড়িয়ে ধরেন অক্ষয়। তাঁর ঠোঁটের কোণেও তখন হাসির ঝিলিক। এর আগে একবার কপিল শর্মা শো-তে 'লক্ষ্মী' কো-স্টার কিয়ারা আডবানির সঙ্গে পৌঁছেছিলেন অক্ষয়। সেইসময় বিয়ে নিয়ে আলোচনার ফাঁকে হঠাৎ করেই আক্কি কিয়ারাকে 'সিদ্ধান্তোওয়ালি লড়কি' বলে উল্লেখ করেছিলেন।